# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
# পরামর্শ সেবা বুলেটিন

## ০৮ ফেব্রুয়ারি (বুধবার)
## [সময়কালঃ ০৮.০২.২০২৩-১২.০২.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

# দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৮ ফেব্রুয়ারি  ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন  তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

| বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | ০০ | ২৮.৩ | ১৮.৩ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০০ | ২৮.০ | ১৮.০ |
| | টাঙ্গাইল | ০০ | ২৮.৬ | ১৬.২ | | সন্দ্বীপ | ০০ | ২৭.৮ | ১৮.৪ |
| | ফরিদপুর | ০০ | ২৯.০ | ১৭.৮ | | সীতাকুন্ড | ০০ | ২৯.৫ | ১৪.০ |
| | মাদারীপুর | ০০ | ২৬.৩ | ১৩.৩ | | রাঙ্গামাটি | ০০ | ২৯.৫ | ১৭.০ |
| | গোপালগঞ্জ | ০০ | ২৭.৩ | ১৫.৫ | | কুমিল্লা | ০০ | ২৭.২ | ১৮.৯ |
| | নিক্‌লি | ০০ | ২৬.৫ | ১৩.০ | | চাঁদপুর | ০০ | ২৭.৭ | ১৮.৫ |
| | | | | | | মাইজদীকোর্ট | ০০ | ২৮.৫ | ১৬.৮ |
| রাজশাহী | রাজশাহী | ০০ | ২৯.২ | ১৩.৩ | | ফেনী | ০০ | ২৮.৮ | ১৬.৫ |
| | ঈশ্বরদী | ০০ | ২৮.৫ | ১৪.৪ | | হাতিয়া | ০০ | ২৭.৫ | XX |
| | বগুড়া | ০০ | ২৮.২ | ১৬.৬ | | কক্সবাজার | ০০ | ৩০.০ | ১৭.৫ |
| | বদলগাছী | ০০ | ২৭.৬ | ১৪.২ | | কুতুবদিয়া | ০০ | ২৮.০ | XX |
| | তাড়াশ | ০০ | ২৭.২ | ১৫.০ | | টেকনাফ | ০০ | ৩০.৪ | ১৬.০ |
| রংপুর | রংপুর | ০০ | ২৭.৩ | ১৫.৬ | খুলনা | খুলনা | ০০ | ২৯.২ | ১৮.৫ |
| | দিনাজপুর | ০০ | ২৭.০ | ১৩.৯ | | মংলা | ০০ | ৩১.৪ | ২০.০ |
| | সৈয়দপুর | ০০ | ২৭.৬ | ১৪.৬ | | সাতক্ষীরা | ০০ | ২৯.১ | ১৯.৫ |
| | তেঁতুলিয়া | ০০ | ২৫.০ | ১১.৪ | | যশোর | ০০ | ৩০.৪ | ১৭.৪ |
| | ডিমলা | ০০ | ২৫.৬ | ১৪.০ | | চুয়াডাঙ্গা | ০০ | ৩০.০ | ১৪.০ |
| | রাজারহাট | ০০ | ২৬.৫ | ১৩.২ | | কুমারখালী | ০০ | ২৯.৮ | ১৬.৬ |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ০০ | ২৫.৮ | ১৬.০ | বরিশাল | বরিশাল | ০০ | ২৯.৭ | ১৮.০ |
| | নেত্রকোনা | ০০ | ২৫.৫ | ১৬.৬ | | পটুয়াখালী | ০০ | ৩০.০ | ১৭.২ |
| | | | | | | খেপুপাড়া | ০০ | ২৯.২ | ১৭.২ |
| সিলেট | সিলেট | ০০ | ২৫.৮ | ১৬.০ | | ভোলা | ০০ | ৩০.২ | ১৭.৬ |
| | শ্রীমঙ্গল | ০০ | ২৮.৮ | ১৪.৭ | | | | | |

## প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৫০ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.০০ মি: মি: ছিল |

## সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে।

কুয়াশা: মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকা ও দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

## সপ্তাহের শেষে (০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

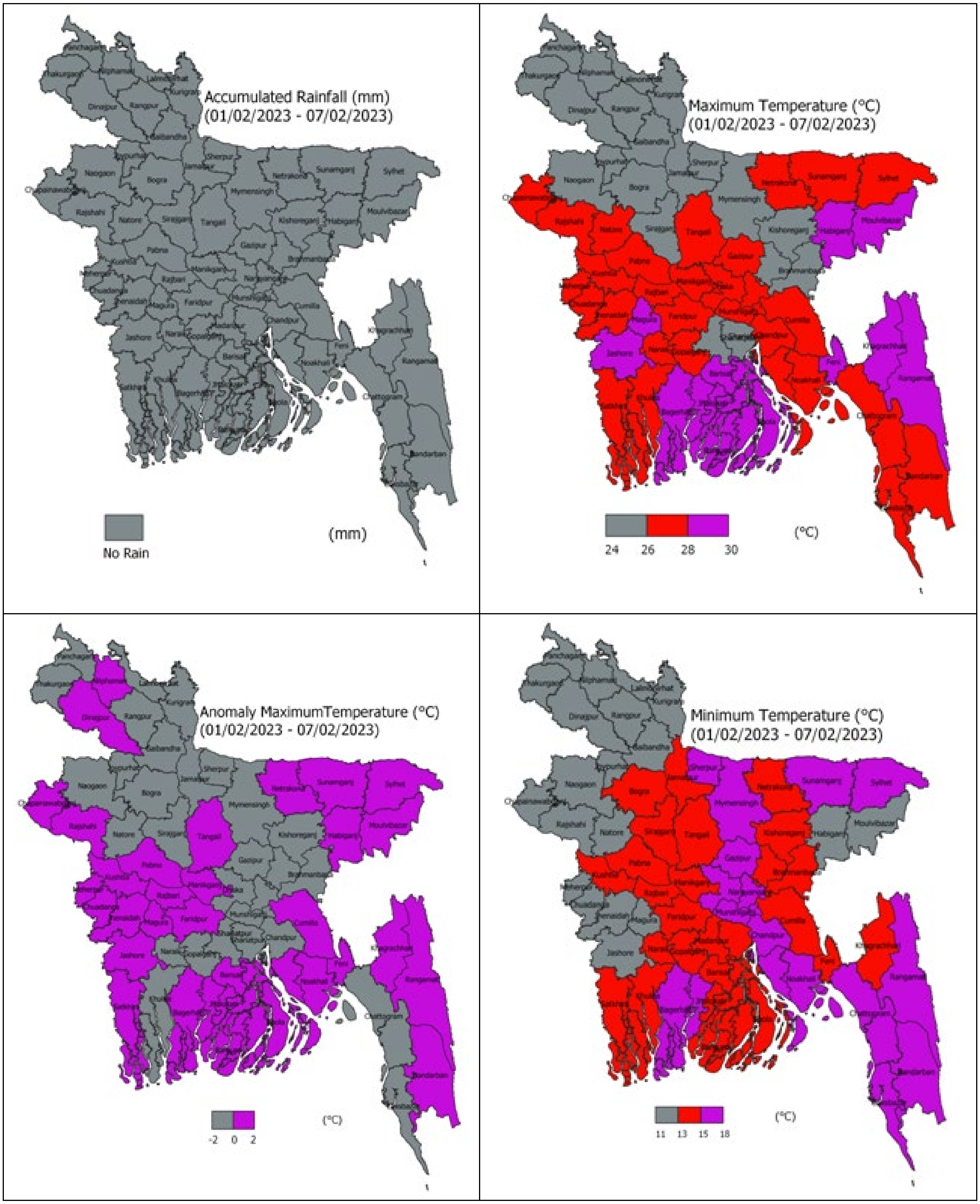

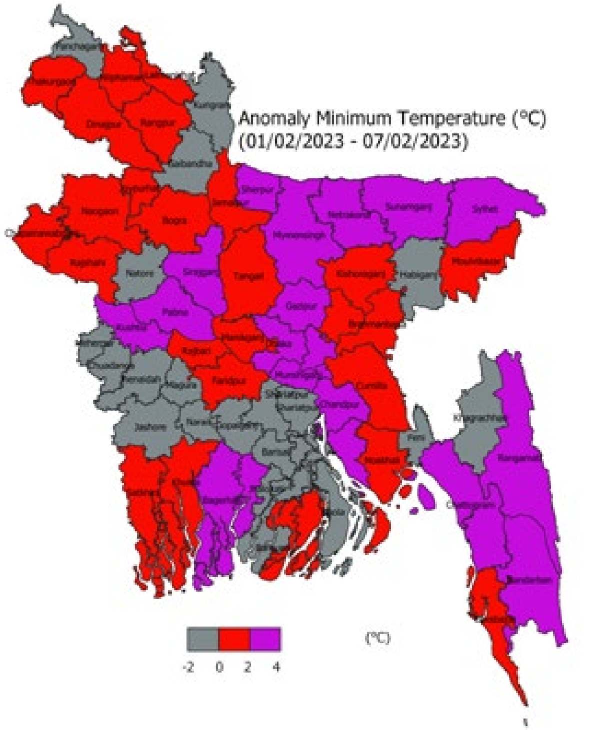
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
-2 0 2 4
(°C)

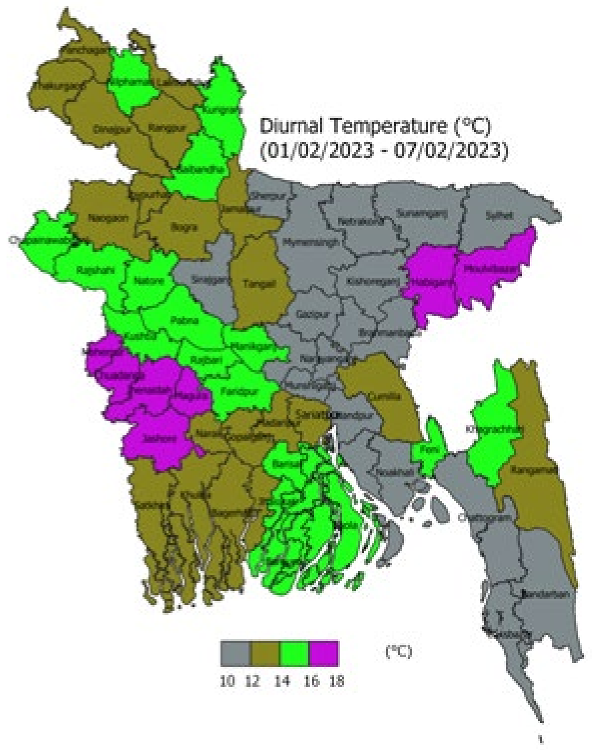
Diurnal Temperature (°C)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
10 12 14 16 18
(°C)

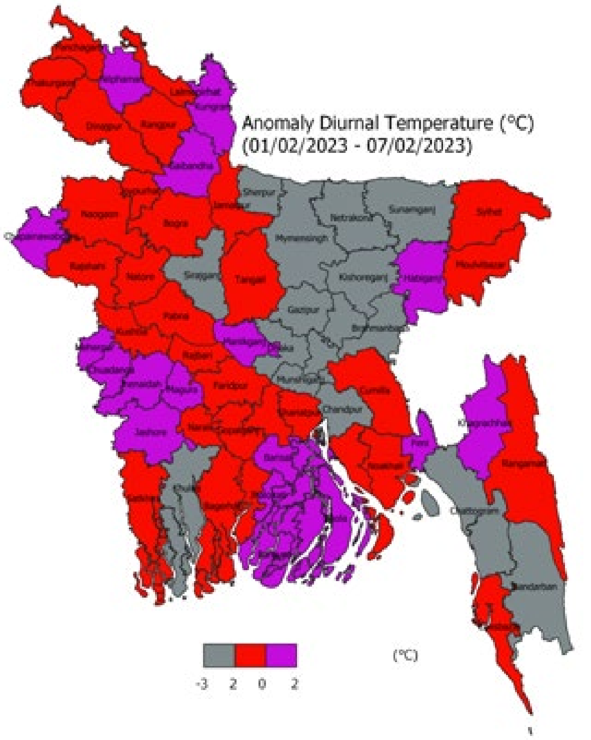
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
-3 2 0 2
(°C)

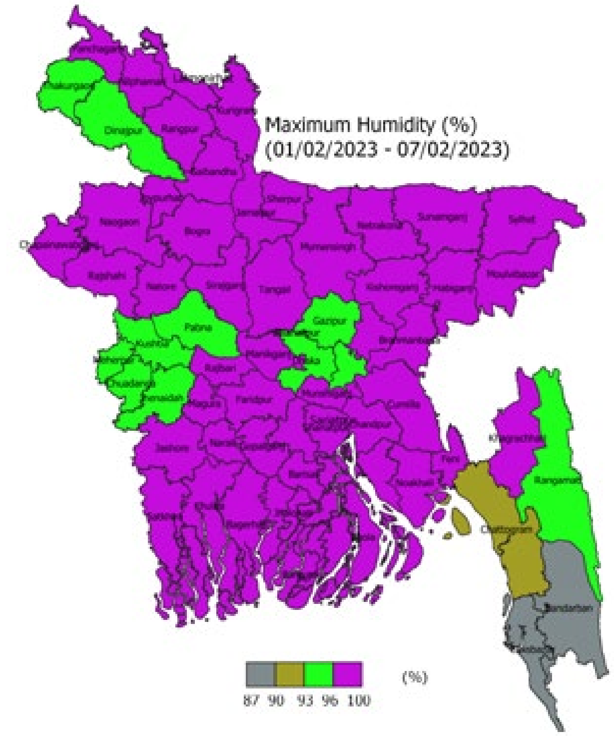
Maximum Humidity (%)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
87 90 93 96 100
(%)

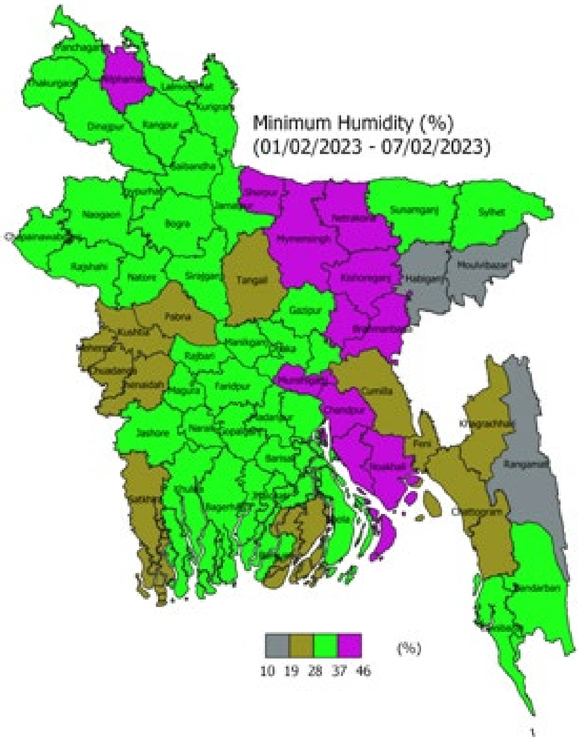
Minimum Humidity (%)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
(%)
10 19 28 37 46

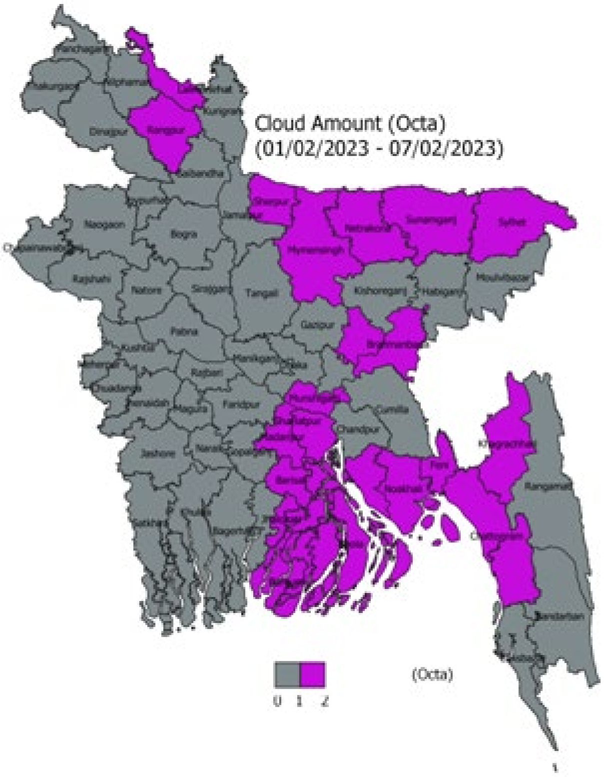
Cloud Amount (Octa)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
(Octa)
0 1 2

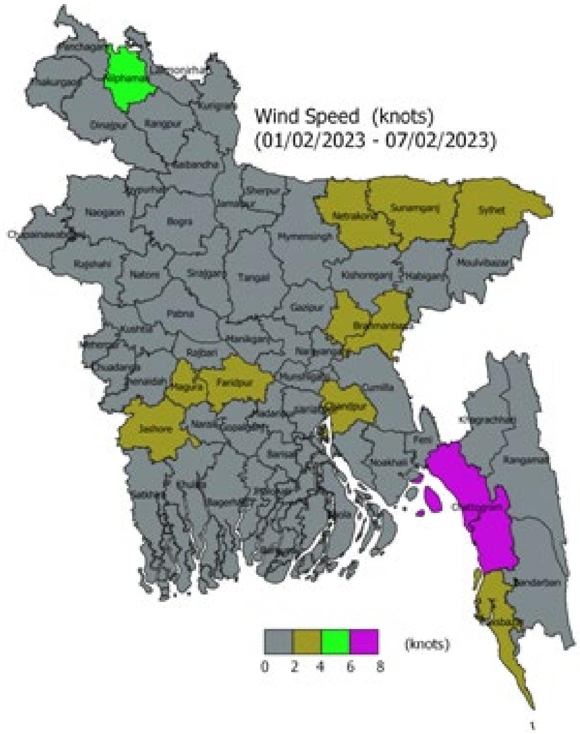
Wind Speed (knots)
(01/02/2023 - 07/02/2023)
(knots)
0 2 4 6 8

## আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

## আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৮/০২/২০২৩ হতে ১৪/০২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

উজ্জ্বল সূর্যালোকের সময় এই সপ্তাহে প্রতিদিন ৫.৫০থেকে ৭.৫০ ঘন্টা হতে পারে।
এই সপ্তাহে প্রতিদিন -২.00থেকে ৪.00 মিমি পর্যন্ত গড় বিনামূল্যে জলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময় সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
- এ সময় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে

**আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৮ ফেব্রুয়ারি হতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)**

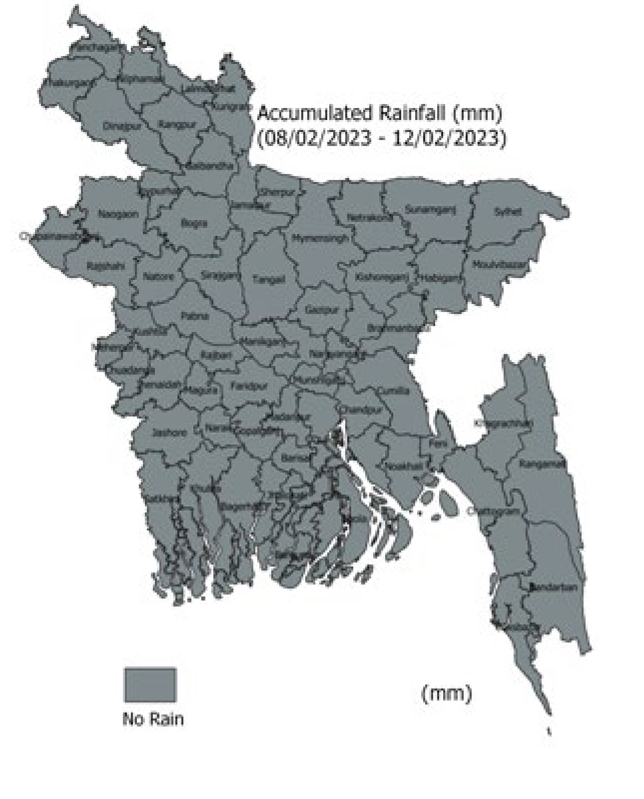


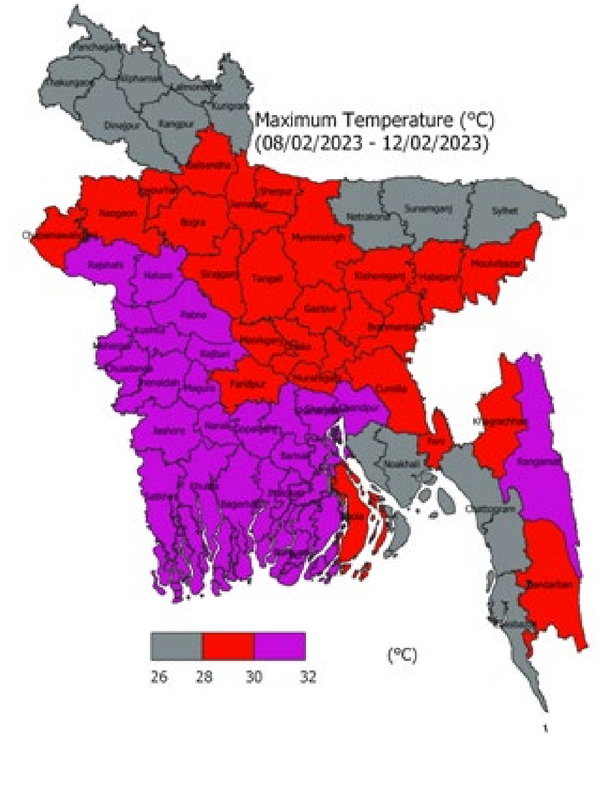

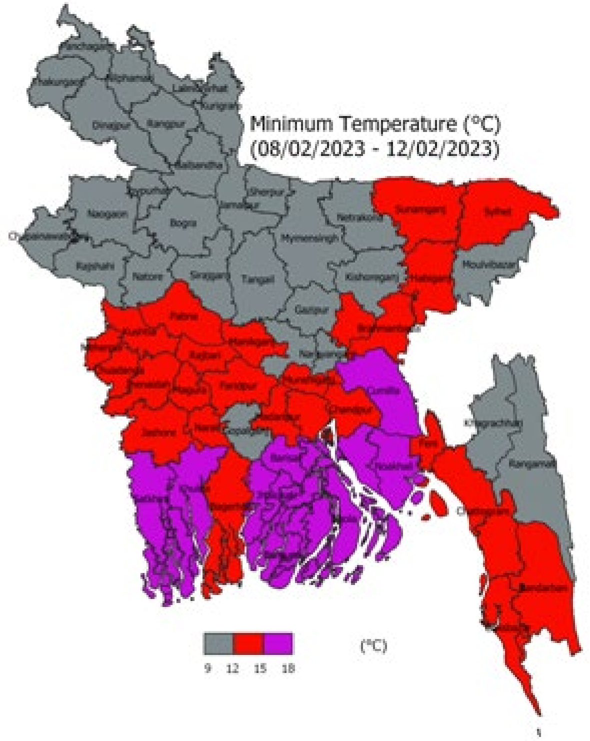
Minimum Temperature (°C)
(08/02/2023 - 12/02/2023)
(°C)
9 12 15 18

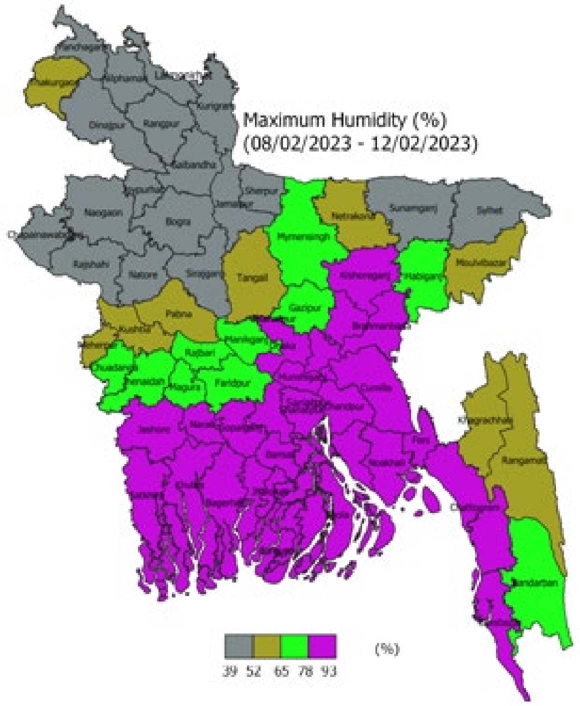
Maximum Humidity (%)
(08/02/2023 - 12/02/2023)
(%)
39 52 65 78 93

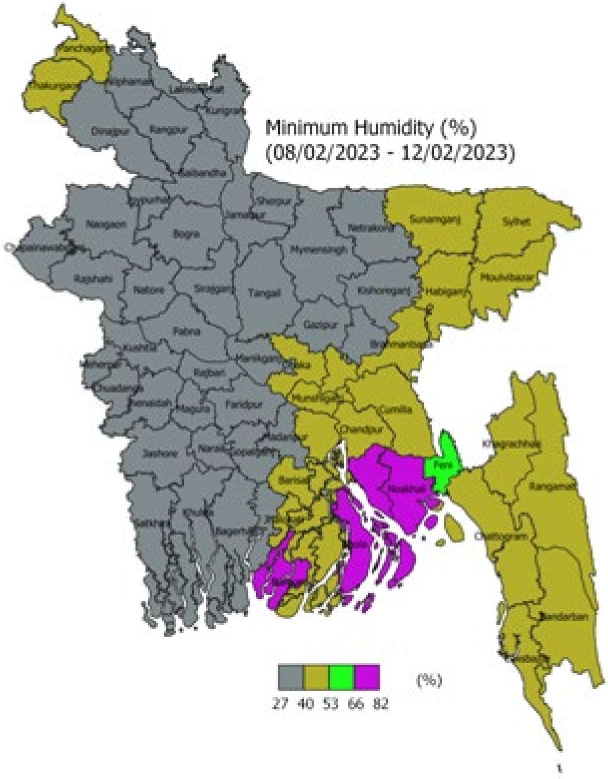
Minimum Humidity (%)
(08/02/2023 - 12/02/2023)
(%)
27 40 53 66 82

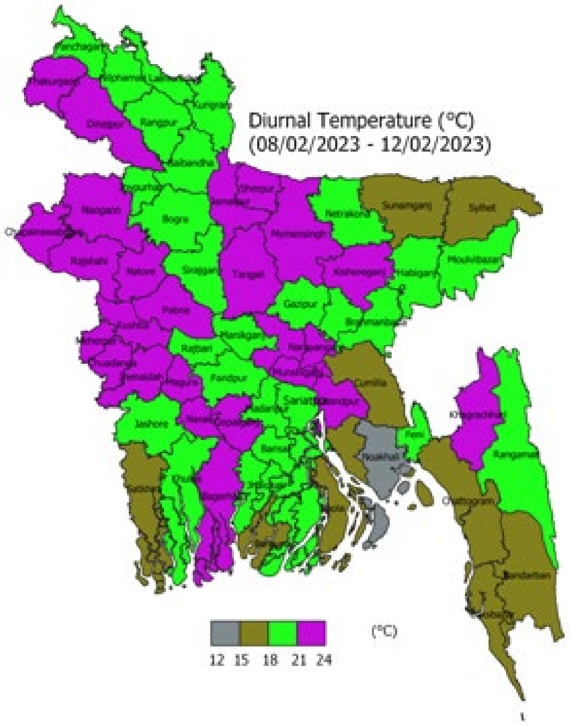
Diurnal Temperature (°C)
(08/02/2023 - 12/02/2023)
(°C)
12 15 18 21 24

| | |
|---|---|
| 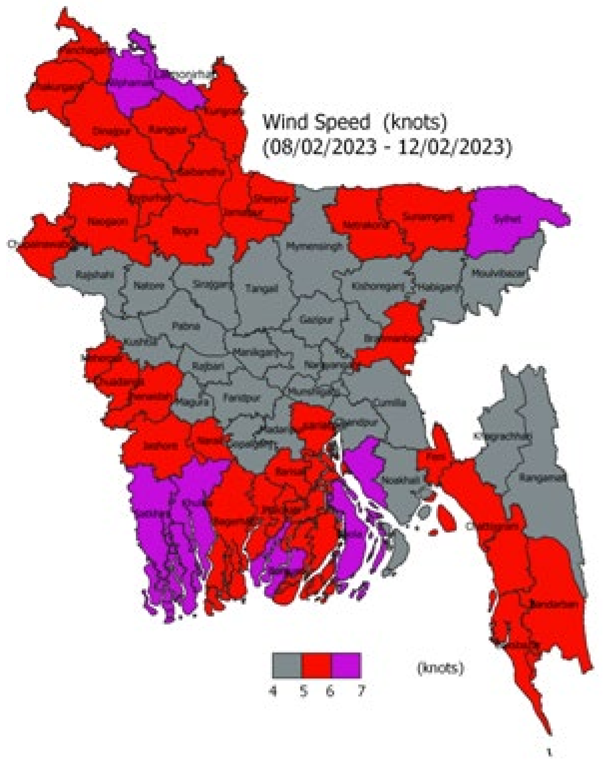 | |


Wind Speed (knots)
(08/02/2023 - 12/02/2023)
4 5 6 7
(knots)

# Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 5 (29 January-04 February) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 5 (29 January-04 February) over Agricultural regions of Bangladesh

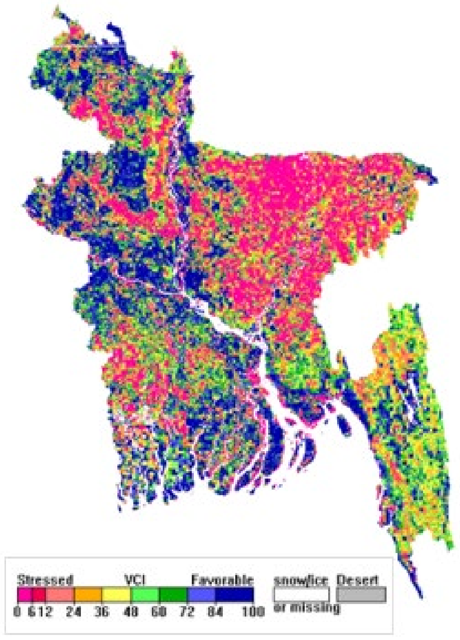


NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 5 (29 January-04 February) over Agricultural regions of Bangladesh

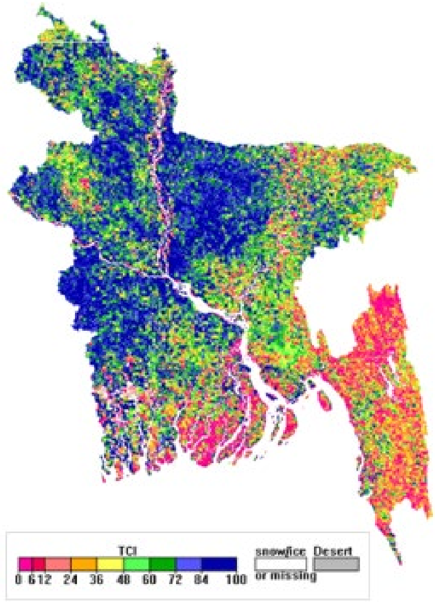


NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 5 (29 January-04 February) over Agricultural regions of Bangladesh

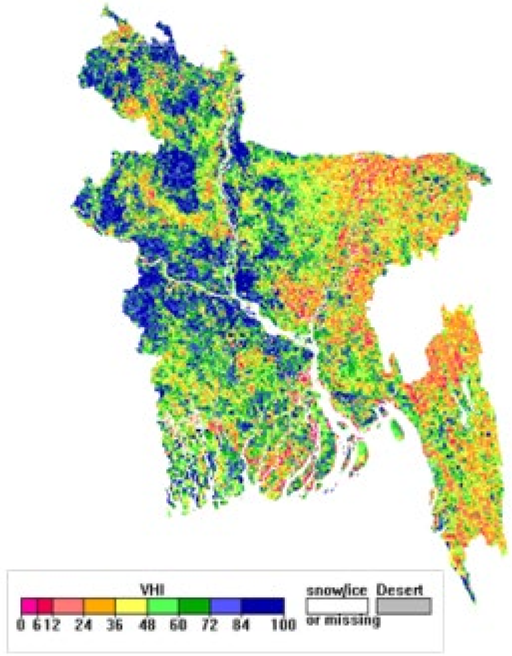

## মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

### রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

**গম**

- **পর্যায়**: দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে।
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।

- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **রংপুর অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)**

**ধান বোরো**

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **দিনাজপুর অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)**

**গম**

- **পর্যায়:** দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন

**মৎস্য**

- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।

## **বগুড়া অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)**

**গম**

- **পর্যায়:** দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়:** চারা রোপণ
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বোরো ধান রোপণের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে|
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- সারের মাত্রা স্থানভেদে জমির ও মাটির বুনটের ধরনভেদে পার্থক্য হতে পারে।
- চরাঞ্চলে জমি তৈরির পর (ব্যাসাল ডোজ) মোট এমওপি সারের ২/৩ অংশ (১৪.০ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করুন এবং বাকি ১/৩ অংশ এমওপি সার শেষবার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিন।
- বোরো ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল ১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।

## **সিলেট অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)**

**গম**

- **পর্যায়**: দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়**: দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি. /লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-5 সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **রাংগামাটি অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)**

ধান বোরো

- পর্যায়:কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- পর্যায়:ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **বরিশাল অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)**

গম

- পর্যায়:দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- পর্যায়:কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- পর্যায়:ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **যশোর অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)**

গম

- পর্যায়:দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- পর্যায়:চারা রোপণ
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বোরো ধান রোপণের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে|
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- সারের মাত্রা স্থানভেদে জমির ও মাটির বুনটের ধরনভেদে পার্থক্য হতে পারে।
- চরাঞ্চলে জমি তৈরির পর(ব্যাসাল ডোজ) মোট এমওপি সারের ২/৩ অংশ(১৪.০ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করুন এবং বাকি ১/৩ অংশ এমওপি সার শেষবার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিন।
- বোরো ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **ফরিদপুর অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)**

বোরো ধান

- পর্যায়:দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই পর্যায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।

- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **ঢাকা অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)**

**ধান বোরো**

- **পর্যায়**:ফুল আসা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকা, শীষ কাটা লেদাপোকা, গান্ধি পোকা ইত্যাদির আক্রমন হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।আক্রমন দেখা গেলে কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস(২০ইসি) ২.০মিলি./লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমন হতে পারে । আক্রমন দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিযন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি(সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়**:ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি:পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।

- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **চট্টগ্রাম অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)**

**ধান বোরো**

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **কুমিল্লা অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া)**

**গম**

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- চারা ঘন থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলা করুন।
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-5 গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়:** দানা জমাট বাঁধা
- প্রতি ২ সারি পর পর গাছগুলো নাড়াতে হবে যাতে সূর্যের আলো সারির মধ্যে সঠিকভাবে যেতে পারে।
- কীটনাশক স্প্রে করার আগে জমি থেকে পানি বের করে দিন।
- গাছের বৃদ্ধির এই র্পযায়ে ও চলমান আবহাওয়ায় বোরো ধানে গান্ধী পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষার জন্য কারবারিল (৮৫ পাউডার) ২.০গ্রাম/লি: অথবা ক্লোরপাইরিফস (২০ইসি) ২.০মিলি. /লি: পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন ধানের গাছের গোড়া পচে না যায়।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা গেলে কীটনাশক আইসোপ্রোকার্ব ২.৫ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২.০ মিলি/লি: পানিতে মিশিয়ে মেঘমুক্ত আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলে স্প্রে করুন।
- এ সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরপাইরিফস প্রতি লি: পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।

- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **খুলনা অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)**

**গম**

- **পর্যায়**: দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**ধান বোরো**

- **পর্যায়**:চারা রোপণ
- ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বোরো ধান রোপণের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে|
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- সারের মাত্রা স্থানভেদে জমির ও মাটির বুনটের ধরনভেদে পার্থক্য হতে পারে।
- চরাঞ্চলে জমি তৈরির পর (ব্যাসাল ডোজ) মোট এমওপি সারের ২/৩ অংশ (১৪.০ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করুন এবং বাকি ১/৩ অংশ এমওপি সার শেষবার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি বজায় রাখুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিন।
- বোরো ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।

## **ময়মনসিংহ অঞ্চল** (জেলাসমূহ: **ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)**

**ধান বোরো**

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করুন এবং সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। হাত দ্বারা অথবা আগাছানাশক (যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি ইত্যাদি ১৩৪ মিলি/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যেতে পারে |
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের আক্রমণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সবজি**

- ঠান্ডার কারণে সবজিতে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারের জন্য হেক্সাকোনাজল/টেবুকোনাজল @১.০মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ১.০মিলি/এমামেকটিন বেনজয়েট ৫% এসজি@ ০.৫ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ৪০ ইসি@ ২.০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য সবজি ফসলে মালচ এবং ভাল পঁচা খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল**

- বর্তমান আবহাওয়ায় কলা গাছে বোরনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম বোরাক্স মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়ায় ছত্রাকের আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমে ফুল আসার আগে ও ফল আসার পরে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। ফুল আসার আগে বা ফুলের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম ৪৫ (ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৮৫ এসপি (সেভিন পাউডার) মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.০মিলি সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

**সরিষা**

- **পর্যায়:** ফল আসা
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু**

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে তরকা ও বাদলা রোগের টিকা প্রদান করুন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

**হাঁসমুরগী**

- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা না দেওয়া থাকলে টিকা দিন।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

**মৎস্য**

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ) ।
- পুকুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিন। কোন প্রজাতির মাছ চাষ (রুই জাতীয়, ট্যাংরা, শিং, মাগুর, পাঙ্গাস, পাবদা, শোল, তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি) করতে চান তার পরিকল্পনা করুন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- পুকুরের পানি সেচ দিয়ে তলদেশের কাল কাদা অপসারন করুন ও তলদেশ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিন।
- জলাশয় সেচে অথবা রোটেনন প্রয়োগ করে অচাষকৃত মাছ অপসারণ করতে হবে।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন। পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন। পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ২৮-৩২±সে. মাছ চাষের আদর্শ তাপমাত্রা।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।